দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

APR 04 2002

অশ্রুজলে শেষ বিদায়–

আহমেদ নূরে আলম ॥ বাসাবোর ছায়াবীথি হাউজিংয়ে নিজ বাসায় অপহরণের ৫৬ দিন পর লাশ হয়ে বুধবার ফিরল ১৩ বছরের শিহাব। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনরা কান্নার মধ্য দিয়ে প্রিয় শিহাবকে জানাল শেষ বিদায়। ওর গলিত বিকৃত দেহ ওর বাবা মাকে দেখতে দেয়া হয়নি। বাবা মার অবস্থা বিবেচনা করে ওর লাশটি রাখা হয় হাউজিংয়ের মসজিদে। বাদ মাগরিব নামাজে জানাজার পর বাগেরহাটে যাত্রাপুরের মশিতপুর গ্রামে ওর পূর্বপুরুষদের কবরের পাশে অন্তিম

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিহাব

অশ্রুজলে শেষ বিদায়–

(প্রথম পাতার পর)

শয়ানের জন্য লাশ পাঠিয়ে দেয়া হয়। আজ সেখানে শিহাবের লাশ বাদ জোহর দাফন হবে।

সেখান থেকে আমাদের সংবাদদাতা রাতে জানান, শিহাবের মৃত্যুর খবরে গ্রামটিও গভীর শোকে নিমগ্ন। শত শত মানুষ খন্দকার বাড়িতে ওর স্বজনদের সমবেদনা জানাতে যাচ্ছেন।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি মতিঝিল মডেল স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র খন্দকার শিহাব আহমেদ অপহৃত হয় এবং ৫৩ দিন পর গোয়েন্দা পুলিশ একটি ঝিল, ডোবা ও ম্যানহোল থেকে ওর দেহের ১২টি খণ্ড উদ্ধার করে। অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২ মহিলাসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে।

শিহাবের শোককাতর বাবা-মাকে সমবেদনা জানাতে সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বিকালে ওদের বাসা ৪৭/২ ছায়াবীথি হাউজিংয়ে যান। তিনি শিহাবের পিতা খন্দকার দিলদার আহমেদ, মা শাহানা খন্দকার মলি ও চার বছরের ছোট ভাই শাকিবকে আন্তরিক সহানুভূতি জানান। শোকসন্তপ্ত পরিবারটির সঙ্গে তিনি কিছু সময়ও কাটান।

শিহাবের নির্মম মৃত্যুর খবর দেশবাসীকে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও শোকাভিভূত করেছে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ সর্বত্র আলোচিত নিষ্পাপ কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা। স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঘটনাটি দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সংবাদপত্র অফিসে আসছে শত শত ফোন। সবাই জানতে চাইছে বাকি খুনীরা ধরা পড়েছে কি না। সবাই দাবি করছে, ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। দুপুরে ওর স্কুল মতিঝিল মডেল হাই স্কুল থেকে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে কালো ব্যাজধারী প্রায় তিন হাজার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর এক বিরাট শোক মিছিল বের হয়। শোক মিছিলটিকে পুলিশ প্রেসক্লাবের দিকে যেতে না দিলে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে তা পরিণত হয় এক প্রতিবাদ মিছিলে। মিছিলকারীরা মুক্তাঙ্গনে এক শোক ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে ওর শিক্ষক ও সতীর্থরা হত্যাকারীদের ফাঁসি দাবি করে। পরে ছাত্র-শিক্ষকরা বায়তুল মোকাররমে শিহাবের নামাজে জানাজায় অংশ নেয়।

দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল মর্গ থেকে শিহাবের লাশ কাফন পরিয়ে কফিনে করে বেইলি রোডে ওর বাবার অফিসে আনা হয়। বাদ আছর বায়তুল মোকাররমে প্রথমবার ও সন্ধ্যায় ওর বাসা ছায়াবীথি হাউজিংয়ের মসজিদে দ্বিতীয়বার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ শিহাব অপহরণ ও ওকে হত্যার পরিকল্পনাকারী "কসাই" রাজু ও তার ভাগ্নে রুবেলকে বুধবারও ধরতে পারেনি।

ঝিলের পাশেই

জীবন বোধ হয় এমন নিষ্করুণ। বাড়ির পিছনে ঝিলেই ৫৩ দিন ধরে পড়ে আছে প্রিয় পুত্রের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মস্তক। তা যখন ওর মা মলি জানতে পারেন, তা তার জন্য এক কঠোর আঘাত হয়ে দাঁড়ায়। বার বার জানালা ধরে দাঁড়িয়ে দেখেন ঝিলটি, আর কাতর কণ্ঠে পুত্রকে খোঁজেন। এ প্রতিবেদককে এ কথা জানালেন তাঁর এক আত্মীয়।

ঝিলটির চারদিকে রয়েছে গোড়ান, সিপাইবাগ, সবুজবাগ ও বাসাবো। কচুরিপানায় ভরা এ ঝিলে শিহাবকে হত্যা করার পর মস্তকাংশ তার স্কুল ব্যাগে ভরে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

আশায় ছিলেন পিতা

পিতা খন্দকার দিলদার আহমেদ জানালেন, অপহরণের পর সন্ধ্যাতেই শিহাবকে হত্যা করা হলেও অপহরণকারীরা ওর বাবার সাথে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য ফোনে কথা বলত। গত রবিবার রাত ১ টার দিকেও ওর পিতা ঘূণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে। আশায় ছিলেন পুলিশ তাঁর পুত্রকে উদ্ধার করে আনবে। অপহরণকারী সন্দেহে আটকদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযানে যাওয়া পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। রাত দেড়টার দিকে তিনি চলে যান উত্তরায়। ততক্ষণে পুলিশ জেনে ফেলেছে মর্মান্তিক ঘটনাটি। পরদিন তাঁকে খবরটি জানানো হয় তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে।

ঠাণ্ডা মাথার খুনীরা

রবিবার সন্ধ্যায় অপহরণকারীদের শিহাবের মুক্তিপণের ১৫ লাখ টাকা দেয়ার কথা ছিল। ঠাণ্ডা মাথার খুনীরা শিহাবদের বাড়ি পর্যন্ত কৌশলে চালিয়েছিল নজরদারি। ওরা যখন নিশ্চিত হয় একটি কালো ব্রিফকেসসহ এক লোক বাসায় এসেছে তখন তারা বাসায় ফোন করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সময় দেয় এক মিষ্টি দোকানে টাকা নিয়ে যেতে। ফোনটি ধরেছিলেন ওর বাবা।

খালার ম্যারেজ ডে'তে যাওয়া হলো না

শিহাবের খালা হ্যাপী বললেন, আরেক করুণ ঘটনা। যেদিন অপহৃত হয় শিহাব সেদিন সন্ধ্যায় নিকুঞ্জ-২এ ওর খালার বাসায় খালার ম্যারেজ ডে অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সন্ধ্যা ৬টায়ও শিহাব ফিরে না আসাতে পাশের বাসায় খোঁজ নেন শিহাবের। পাশের বাসার খালার সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরার কথা ছিল ওর। কিন্তু তাঁকে শিহাব বলে দেয় "বড় ভাইয়া"র সঙ্গে বাসায় যাবে।

শিহাবের লাশের প্রতীক্ষায় যাত্রাপুর

শিহাবের গ্রামের বাড়ি ঘুরে এসে বাগেরহাটের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নিহত শিহাবের ষাটোর্ধ মাতামহ গভীরভাবে শোকার্ত ও ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তিনি একটি মসজিদে অর্ধজ্ঞান হারানো অবস্থায় পড়ে আছেন। আর আল্লাহর কাছে নাতির রুহের মাগফিরাত কামনা করছেন। পরিবারের অন্য সদস্যরাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন।

শিহাবকে নৃশংসভাবে হত্যার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পর তা জেলার সর্বত্রই মুখ্য আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।